

## শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা  
(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সপ্তবর্ণা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

তাড়া	- ব্যস্ততা, দ্রুত নিষ্পাদনের প্রয়োজন।
ফাঁকি	- কর্তব্যকর্মে অবহেলা।
খারাপ	- মন্দ, দুট, বদ, গর্হিত।
অবস্থা	- দশা, হাল।
নষ্ট	- বিনাশপ্রাপ্ত, অপব্যয় করা হয়েছে এমন, ব্যর্থ, বিফল, দোষযুক্ত।
হালকা	- অল্প ভারযুক্ত, লঘু, মৃদু।

টিফিন	- হালকা নাশতা, জলযোগ।
চিন্তা	- উদ্বেগ, ভাবনা, দুর্ভাবনা, আশঙ্কা, ধ্যান।
অনিচ্ছা	- অনভিলাষ, ইচ্ছার অভাব, অসম্মতি, আপত্তি।
রওয়ানা	- যাত্রা, গমন, যাত্রার জন্য বহির্গত।
অসহায়	- নিঃসহায়, সহায়হীন, নিরুপায়।
অনুসরণ	- অনুগমন, পশ্চাৎগমন, অনুকরণ।
উপস্থিত	- সমাগত, আগত, হাজির।
রোগ	- অসুখ, ব্যাধি, ব্যারাম, পীড়া।
খেয়াল	- বিশেষ লক্ষ্য, মনোযোগ, বিশেষভাবে দেখা।
চিকিৎসা	- রোগ নিরাময়ের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা, ঔষধ প্রয়োগ বা অস্ত্রোপচার ইত্যাদি দ্বারা রোগ দূরীকরণ চেষ্টা।

বানান সতর্কতা (যেসব শব্দের বানান ভুল হতে পারে)

তাড়া, ব্যাধা, আইসক্রিমওয়ালা, ফুল, ফাঁকি, পিরিয়ড, শূন্য, স্যার, দৃশ্য, ঘটনা, সমস্যা, ওয়ার্নিংবেল, চিন্তা, অনিচ্ছা, চেষ্টা, ভর, চন্দনা, উপস্থিত, দূর, অবশ, হাঁটহাটি, বন্ধু, কাঁধ, চিকিৎসা।

## কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান



শিক্ষকের সহায়তায় নিজে করি



১। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য পোস্টার, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার তৈরি করে র্যালির আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।

● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৫৩

উত্তর : বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য পোস্টার, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার তৈরি করে র্যালির আয়োজন কর।

পোস্টার, প্ল্যাকার্ড ও ব্যানারে তোমরা যেসব স্লোগান লিখতে পার তা হলো-

- প্রতিবন্ধীরা আমাদের মতোই মানুষ।
- প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়।
- প্রতিবন্ধীদেরও শিক্ষার অধিকার আছে।
- আসুন প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়াই।

২। নাটিকাটি অভিনয় করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।

● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৫৩

উত্তর :

ক) নাটিকাটি অভিনয় করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে তোমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহযোগিতা নাও। কয়েক দিন চর্চা করে নাও।

খ) অনুষ্ঠানের অনুমতি কীভাবে নিবে এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন কীভাবে করবে সেই বিষয়ে পরামর্শ আছে 'লখার একুশে' গল্পের কর্ম-অনুশীলন-এর 'ক' নম্বরে। সেখানে আর একবার দেখে নাও।

- মঞ্চার জন্য উচ্চ স্থান ব্যবহার করতে হয়। বেঞ্চগুলো আলাদা আলাদা থাকে, তাহলে প্রয়োজনমতো বেঞ্চ পাশাপাশি রেখে, একটির সঙ্গে অন্যটি সুতলি দিয়ে বেঁধে নাও। মঞ্চার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ তোমার সুবিধা ও প্রয়োজন মতো হবে। ৮ ফুট x ১০ ফুট। ১০ ফুট x ১৫ ফুট। ১৮ ফুট x ৩০ ফুট হতে পারে।
- নাটকের দৃশ্যানুসারে মঞ্চ সাজাতে হবে, রাতে হলে যথার্থ লাইট ব্যবহার করতে হবে।
- দৃশ্যানুযায়ী আবহ সংগীত দিতে হবে।
- নাটক করতে হলে মেকআপ লাগবে। চরিত্রানুসারে সাজ-পোশাক ব্যবহার করতে হবে।
- অভিভাবক, শিক্ষক অথবা কোনো মঞ্চ অভিনেতা নাট্যকর্মীর সহায়তা নিয়ে মঞ্চ পরিকল্পনা, আবহ সংগীত করিয়ে নিতে পার। সেক্ষেত্রে তোমরা তাদের কাছাকাছি থেকে একবার বিষয়গুলো শিখে নাও, পরবর্তীতে যাতে নিজেরাই করতে পার।



## অনুশীলন



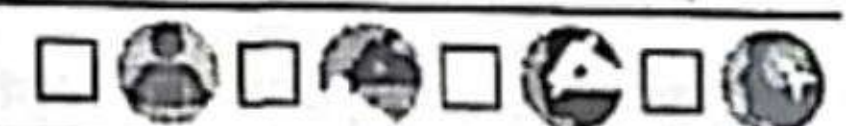
সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ গদ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি- এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

## অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



## বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

- 'সেই ছেলেটি' নাটকায় দৃশ্য সংখ্যা কয়টি?  
ক) দুইটি ● তিনটি গ) চারটি ঘ) পাঁচটি
- আরজু তার বন্ধুদের সাথে স্কুলে যেতে যেতে বসে পড়ে কেন?  
ক) সে স্কুলে যেতে চায় না  
খ) স্যার তাকে বকুনি দিতে পারে  
গ) তার স্কুল ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছে ছিল  
● রোগের কারণে সে হাঁটতে পারে না

৩. 'মা বোঝে কিন্তু কাঁদে' কারণ-

- ছেলের পা চিকন হয়ে যাচ্ছে
- ছেলের পা একদিন পজু হয়ে যেতে পারে
- ছেলের পায়ের কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না
- ছেলের এই অবস্থায় তিনি অসহায়

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রেবেকা কাছের জিনিস দেখতে পায় কিন্তু দূরের জিনিস ঝাপসা দেখে। একদিন সে লক্ষ করল দূরের ঝাপসা জিনিস অর্ধেক দেখা যাচ্ছে আর অর্ধেক পুরো অন্ধকার। মাকে জানালে তিনি বললেন চোখে পানি দিলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। বরং অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে।



৪. রেবেকা কোন ধরনের শিশু?  
 ৩ স্বাভাবিক ৪ পুষ্টিহীন ৫ সুবিধাবঞ্চিত ৬ বুদ্ধিহীন
৫. 'সেই ছেলেটি' নাটিকা অনুযায়ী রেবেকার প্রয়োজন—  
 i. মাতাপিতার সহানুভূতি  
 ii. সমাজের সহানুভূতি  
 iii. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ধারণা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ৩ i ৪ i ও ii ৫ i ও iii ৬ ii ও iii

### ৬ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। আবিদ স্যার ৭ম শ্রেণির ছাত্র রওশনের কাছে তার স্কুলে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে সে কিছু না বলে চুপ থাকে। শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করলে তারা প্রায় একযোগে বলে—স্যার, রওশন প্রায়ই স্কুল কামাই করে। শিক্ষক রওশনকে বলেন—আর কামাই করবে? কোনো উত্তর দেয় না রওশন। পায়ের বৃন্দাঙ্গুলি দিয়ে মেঝে খুঁড়তে থাকে। উত্তর না পেয়ে শিক্ষক রওশনকে অনেক বকা দেন। কয়েকদিন পর রওশনের বাবা আবিদ স্যারকে বলেন—স্যার, রওশনের মায়া রোগ আছে। নিয়মিত স্কুল করলে ওর অসুখটা বেড়ে যায়। বকাঝকা করলে ওর স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে যাবে।

- ক. মিঠু আরজুকে কোথায় বসে থাকতে দেখেছে? ১  
 খ. আইসক্রিমওয়ালা আরজুকে স্কুল ফাঁকি দিতে নিষেধ করল কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২  
 গ. রওশন ও আরজুর মধ্যকার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. আবিদ স্যারের বিচার কাজটি লতিফ স্যারের তুলনায় কতটুকু যৌক্তিক হয়েছে তা মূল্যায়ন কর। ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. মিঠু আরজুকে পলাশতলীর আমবাগানে বসে থাকতে দেখেছে।  
 খ. আইসক্রিমওয়ালা আরজুকে স্কুল ফাঁকি দিতে নিষেধ করল। কারণ স্কুল ফাঁকি দেওয়ার ফলাফল ভালো হয় না।  
 গ. এক সময় আইসক্রিমওয়ালাও স্কুল ফাঁকি দিত। তাই সে আজ আইসক্রিম বিক্রেতা হয়েছে। যদি সে লেখাপড়া করত তাহলে জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারত। তাই আইসক্রিমওয়ালা যখন দেখল আরজু স্কুলে না গিয়ে আমবাগানে বসে আছে তখন সে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে আরজুকে স্কুল ফাঁকি দিতে নিষেধ করল।

১। • শারীরিকভাবে অসুস্থ হওয়ার দিক থেকে রওশন ও আরজু উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

• শিশুরা সবসময় বড়দের সাহায্য সহানুভূতি কামনা করে। আর যারা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু তারা সব মানুষের সহানুভূতিও বেশি প্রত্যাশা করে। তাই তাদের পাশে এসে দাঁড়ানো উচিত।

• উদ্দীপকের রওশন প্রায়ই স্কুল কামাই করে। এর জন্য শিক্ষক তাকে বকাঝকা করেন। কিন্তু রওশন অসুস্থ, তার শারীরিক সমস্যা রয়েছে, যে কারণে সে নিয়মিত স্কুলে আসতে পারে না। রওশনের মতো 'সেই ছেলেটি' নাটিকার আরজুও শারীরিকভাবে অসুস্থ। স্কুলে যাওয়ার পথে প্রায়ই তার পা দুটি অবশ হয়ে পড়ে, যার কারণে তাকে স্কুল কামাই দিতে হয়। তারা উভয়েই শারীরিকভাবে অসুস্থ হওয়ার কারণে স্কুলে যেতে পারে না। এই বিষয়েই রওশন ও আরজুর মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

২। • আবিদ স্যারের বিচারকাজটি লতিফ স্যারের তুলনায় অধিকতর অযৌক্তিক।

• মানুষ নানা কারণে শারীরিক কিংবা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী হয়। এ ধরনের মানুষকে বলে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী। এদের বিশেষ চাহিদাসম্পন্নও বলা হয়। এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত।

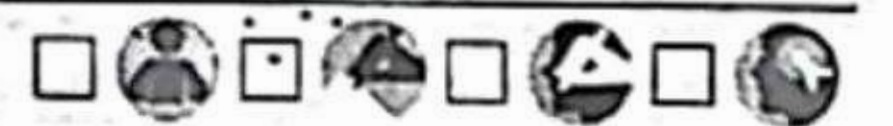
• উদ্দীপকের আবিদ স্যার ছাত্র রওশনের কাছে তার বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চান। কিন্তু সে কিছু বলতে পারে না, চুপ করে থাকে। তাই শিক্ষক তাকে বকাঝকা করেন। অন্যদিকে 'সেই ছেলেটি' নাটিকার লতিফ স্যার আরজুকে বকাঝকা করেননি। তিনি আরজুর শারীরিক সমস্যার কথা জানতে পেরে সহানুভূতিশীল হয়েছেন।

• কোনো মানুষের অপরাধ বা দোষ সম্পর্কে অবগত না হয়ে তার প্রতি অযথা নির্দয় হওয়া উচিত নয়। সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে উপযুক্ত কারণ উদ্ঘাটন করে তবেই বিচার করা উচিত। উদ্দীপকের আবিদ স্যার কারণ উদ্ঘাটন ছাড়াই অসুস্থ রওশনকে বকাঝকা করেন। কিন্তু লতিফ স্যার সেই কাজটি করেননি। তিনি আরজুর সঙ্গে কথা বলে তাকে ভালোভাবে দেখে তার রোগের বিষয়টি জেনেছেন। তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই বলা যায়, আবিদ স্যারের বিচারকাজটি লতিফ স্যারের তুলনায় অনেক বেশি অযৌক্তিক।

### সৃজনশীল অংশ



### কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি



### ৬ মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকের বিষয় : শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয় করে আপন লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা।

### প্রশ্ন ২। পা দিয়ে লিখে জিপিএ-৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, যশোর



চার হাত-পায়ের মধ্যে আছে শুধু একটি পা। আর তাকেই সম্বল করে এগিয়ে চলেছে যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার বাকড়া জে. কে. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী তামান্না নূরা। এ স্কুল থেকেই বিজ্ঞান বিভাগ থেকে সে এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে পা দিয়ে লিখে এসএসসিতে জিপিএ-৫

পেয়ে অবাক করেছে সবাইকে। জেএসসি, পিইসিতেও জিপিএ-৫ পেয়েছিল সে। পা দিয়েই সুন্দর ছবিও আঁকতে পারে মেয়েটি।

[তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ প্রতিদিন- ০৭:০৫.২০১৯]

- ক. 'মতলব' শব্দের অর্থ কী? ১  
 খ. 'মা বোঝে কিন্তু কাঁদে শুধু'— ব্যাখ্যা কর। ২  
 গ. উদ্দীপকের তামান্না 'সেই ছেলেটি' নাটিকার কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ৩  
 ঘ. "উদ্দীপকটি জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়া মানুষের, কিন্তু 'সেই ছেলেটি' নাটিকাটি তা নয়"— বিশ্লেষণ কর। ৪

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. 'মতলব' শব্দের অর্থ উদ্দেশ্য বা ফন্দি।  
 খ. আরজুর অসুখের বিষয়ে তার মায়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে আলোচ্য উক্তিতে।

• আরজু প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার পথে তার পা ব্যথা করে এবং অবশ হয়ে যায়। যার কারণে প্রতিদিনই তার স্কুলে যেতে দেরি হয়। একদিন সে স্কুলে যাওয়ার পথে পায়ের ব্যথায় হাঁটতে না পেরে থেমে যায়। তার বন্ধুরা তাকে ফেলেই স্কুলে চলে যায়। তাদের শিক্ষক এর কারণ অনুসন্ধান খুঁজতে খুঁজতে আরজুর কাছে আসেন। এমন হওয়ার কারণ জানতে চাইলে আরজু জানায়, ছোটবেলায় তার অসুখ হয়েছিল। যার কারণে তার পা দুটো চিকন হয়ে গেছে। আরজুর বাবা-